ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
****

বিধানসভা সংবাদ

স-২৯৯৪

আগরতলা, ২৬ নভেম্বর, ২০১৮

বিধানসভায় ৫টি বিল গৃহীত
আমরা আধুনিক নতুন ত্রিপুরা গড়ার কাজ করতে চাইছি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের মানুষ যেন সমবায় সমিতি গুলোর সুযোগ সুবিধা সময়মতো পান এজন্য রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে 'দ্য ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ (ফোর্থ এমেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৮ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং ১৩ অফ ২০১৮) বিলটির উপর আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। বিধানসভায় বিলটি আজ গৃহীত হয়। বিধানসভায় অনুমোদনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী বিলটি উত্থাপন করেছিলেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিলটি অনুমোদন হলে রাজ্যের সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। সমবায় ব্যবস্থার সুযোগ আরও ভালভাবে মানুষ নিতে পারবেন। বিলে সমবায়ের সব অধিকার সুরক্ষিত থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার সময়ের মধ্যে কাজ করতে চাইছে। বিলটি গৃহীত হলে সাধারণ মানুষ সময়মতো সুযোগ সুবিধাগুলি নিতে পারবেন। বিলটির বিরোধীতা করে আলোচনা করেন বিরোধী দলের সদস্য রতন ভৌমিক।

'দ্য ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলাপমেন্ট বিল, ২০১৮ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং ১৫ অফ ২০১৮)' বিলটি আজ বিধানসভায় আলোচনার পর ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়। আলোচনায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা ত্রিপুরার উন্নয়নে কাজ করছি। রাজ্যে ছোট ছোট টাউনশিপ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং ডেভেলাপমেন্ট বোর্ড গঠন করতে হবে। রাজ্যের পুর সংস্থাগুলিকে নিয়েই উন্নয়নের কাজ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি চাইছেন নতুন ভারত গড়ার। তেমনি আমরাও আধুনিক নতুন ত্রিপুরা গড়ার কাজ করতে চাইছি। গরীব মানুষরাও যেন ভাল বাড়িতে থাকতে পারেন সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আধুনিক ও উন্নতমানের শহরের সুযোগ সুবিধা পেলে যারা রাজ্যের বাইরে থাকেন তারাও রাজ্যে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত হবেন। বিলটি সমর্থন জানিয়ে আলোচনা করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মণ, বিধায়ক আশীস কুমার সাহা, সুশান্ত চৌধুরী, দিলীপ কুমার দাস। বিলটির বিরোধীতা করে আলোচনা করেন বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, ভানুলাল সাহা, সহীদ চৌধুরী এবং সুধন দাস। আলোচনার পর বিলটি ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়।

বিধানসভায় আলোচনার পর 'দ্য ত্রিপুরা শপস্ এন্ড এস্টাব্লিষ্টম্যান্ট (ফোর্থ এমেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৮ (দি ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ২০১৮) ধ্বনিভোটে গৃহীত হয়। বিলটির বিষয়ে আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার শ্রমিকদের কল্যাণে এবং এদের স্বার্থ সুরক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে।

****২য় পাতায়

কাজেই এই আইনটি বিধানসভায় পাশ হওয়ার পর শ্রমিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। তাই এতে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। এইক্ষেত্রে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে হৃদ্যতা তৈরী করতে হবে। এই আইন সংশোধনীর মাধ্যমে বন্ধের দিন দোকান খোলার জন্য কাউকে বাধ্য করা হচ্ছে না। দোকান খোলা বা না খোলা নির্ভর করবে মালিক পক্ষের ইচ্ছার উপর। এই বিলের সমর্থনে আলোচনা করেন বিধায়ক বিশ্বকেতু দেববর্মা, বিধায়ক দিলীপ দাস, বিধায়ক অতুল দেববর্মা, বিধায়ক সুভাষ দাস, বিধায়ক রামপদ জামাতিয়া। এই বিলের বিরোধিতা করে আলোচনা করেন বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, বিধায়ক ভানুলাল সাহা।

এই বিলগুলি ছাড়াও আজ বিধানসভায় 'দ্য ত্রিপুরা সিডিউল কাস্টস্ এন্ড সিডিউল ট্রাইবস্ রিজার্ভেশন (থার্ড এমেন্ডমেন্ট) বিল ২০১৮ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং ১০ অফ ২০১৮) এবং 'দ্য ক্রিমিন্যাল ল (ত্রিপুরা এমেন্ডমেন্ট) বিল, ২০১৮ (দ্য ত্রিপুরা বিল নং ১৬ অফ ২০১৮) বিধানসভায় গৃহীত হয়।

****